বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

অর্থ বৎসর ২০০৬-২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

প্রথম খন্ড

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

অর্থ বৎসর ২০০৬-০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের মন্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১-৮
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩-৪
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৬
৭.	অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ	৭
৮.	অডিটের সুপারিশ	৮
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়	৯-৩৩
১০.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩৩

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ঃ............................ বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ

(আহমেদ আতাউল হাকিম)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ২১টি নির্বাহী প্রকৌশলী এবং ২টি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ সনের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনাই এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃংঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তারিখ ঃ

(মোঃ মোসলেম উদ্দীন)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনু”Qদের সার-সংক্ষেপ

Ab‡”Q` b¤i	AvcwËi wk‡ivbvg	RwoZ UvKv
1	2	3
১	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকৃতপক্ষে পত্রিকায় প্রকাশ না হওয়া সত্ত্বেও তা ভুয়া প্রকাশ দেখিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে দরপত্র গ্রহণ ও অনুমোদন করার গুরুতর অনিয়মসহ আর্থিক ক্ষতি সংঘঠিত।	১৭,৪৯,৮২,৯২৬
২	জালিয়াতির মাধ্যমে এল, এ কেইসের অর্থ আত্মসাৎ।	২৮,৭৯,৩২৬
৩	পি পি আর-২০০৩ এর বিধান উপেক্ষা করে অনিয়মিতভাবে ঠিকাদার নির্বাচন এবং কার্যাদেশ প্রদান।	১,৩৯,২৯,২৪৭
৪	ঠিকাদারের বিল হতে ঠিকাদার কর্তৃক ঘোষিত ০৩% ডিস্‌কাউন্ট কর্তন না করায় অতিরিক্ত পরিশোধ।	৭,২৪,২৭৮
৫	একই সড়কের বিপরীতে পিরিওডিক মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম (পিএমপি) এর মাধ্যমে মেরামত কাজ চলমান থাকা অবস্থায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভাগীয় মেরামতের নামে মালামাল ক্রয় করায় সরকারের ক্ষতি ।	৪১,৬৬,৪১৯
৬	সরকারি স্বার্থ উপেক্ষা করে একই সড়কের হুবহু একই ধরণের দু’টি কাজে একই ঠিকাদার এর নিকট হতে একটিতে অধিক দর গ্রহণ করে কার্যাদেশ প্রদান ও সম্পাদন করায় সরকারের ক্ষতি ।	২৬,৪৩,৭৫৭
৭	অস্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক দরপত্র গ্রহণ ও কার্যাদেশ প্রদান করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	-
৮	ঠিকাদার কর্তৃক সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়ার জন্য দাখিলকৃত দরপত্রে জালিয়াতির মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে কোটেড দর কম প্রদর্শন করা সত্ত্বেও (কোটেড দরের চেয়েও) অতিরিক্ত মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান।	১,৩৫,৬৮,০৮৭
৯	সওজ এর মালিকানাধীন সরকারি জমি ও ভবন অবৈধ দখলদারের নিকট হতে উদ্ধার না করায় সরকারের ক্ষতি ।	১১,৪০,০০,০০০
১০	ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থের সাথে ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১৭,১৯,৯৩৩
১১	চুক্তিপত্রে নির্ধারিত ১৩০০ মিটারের স্থলে চেইনেজ পরিবর্তনের অজুহাতে ১০৫০ মিটার কাজ করায় এবং ২৫০ মিটার রাস্তা কাজ না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি।	১৩,৭০,২৯২
১২	ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত এবং সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য রাজস্বের বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যয় এবং সরকারি কোষাগারে জমা না করে অনিয়মিতভাবে ধরে রাখা হয়।	৮,১৭,৯২,৮১২
১৩	বরাদ্দ ব্যতীত কার্য সম্পাদনে সরকারের দায়-দেনা সৃষ্টি।	৫৬,৩৩,৪৪,২৩৮
১৪	নির্ধারিত মান অপেক্ষা নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ করায় ব্রীজের স্থায়িত্বকাল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকা এবং অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।	২,৮২,৪৫,৯০৪

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	২	৩
১৫	নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের Tender Security এবং Performance Guarantee বাজেয়াপ্ত না করায় সরকারের ক্ষতি ।	৪২,৭৪,৭৬৪
১৬	এমএস রডের মেজারমেন্ট গ্রহণের সময় অতিরিক্ত হার ধরে মেজারমেন্ট গ্রহণ করতঃ বিল পরিশোধে সরকারের ক্ষতি ।	৯,০১,৫৫১
১৭	বাবুরহাট-মতলব-পেন্নাই সড়কের ১১তম কিঃ মিঃ (অং) হতে ২৩তম কিঃমিঃ (অং) এ সড়ক বর্ধিত করণ কাজে সাববেজ আইটেম এর পুরুত্ব বেশী ধরে প্রাক্কলন অনুমোদন করায় সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়।	৯,৫৩,৫৭১
১৮	ডব্লিউবিএম ও বিটুমিনাস প্রাইমকোট এর কাজের আয়তন অপেক্ষা অতিরিক্ত আয়তনে বিটুমিনাস কার্পেটিং কাজের মেজারমেন্ট নিয়ে বিল পরিশোধে সরকারের ক্ষতি ।	৮,০১,৫৫৮
১৯	সিসি ব্লক প্লেসিং এর কাজে মেজারমেন্ট গ্রহণের সময় দু'ব্লক এর মাঝের গ্যাপ ৫% বাদ না দিয়ে মেজারমেন্ট গ্রহণ করতঃ বিল পরিশোধ করায় সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় ।	১২,৩০,৮০১
২০	মরা পদ্মা নদীর উপর বেইলী ব্রীজ নির্মাণের নামে ব্যয় করা সত্ত্বেও ব্রীজ অসম্পূর্ণ থাকায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,৩৭,৮৬,৭৮৯
২১	নন-টেন্ডার আইটেম হিসাবে জিও টেক্সটাইল এর মূল্য সিডিউল রেট অপেক্ষা বেশী দর পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি ।	৪৩,৯৯,৭১৯
২২	এমএস রড, পাথর ও সিংগেলস্ ঘাটতি - যা আদায়যোগ্য।	৩২,০০,৩৬৫
২৩	সিএনজি ফিলিং ষ্টেশনের ইজারা গ্রহীতাদের নিকট হতে ইজারা মূল্য বাবদ প্রাপ্ত অর্থ আদায় করা হয়নি।	৮২,৯১,৪৯৭
	সর্বমোট জড়িত অর্থ =	**১০৪,১২,০৭,৮৩৪**

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	ঃ **২০০৬-০৭**
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক বিভাগ, নেত্রকোনা।
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক বিভাগ, কিশোরগঞ্জ।
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক বিভাগ, ময়মনসিংহ।
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক বিভাগ, চট্টগ্রাম।
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক বিভাগ, মাদারীপুর।
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক বিভাগ, বগুড়া।
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক বিভাগ, নওগাঁ।
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক বিভাগ, নোয়াখালী।
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক বিভাগ, মুন্সীগঞ্জ।
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক বিভাগ, নারায়নগঞ্জ।
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক বিভাগ, দিনাজপুর।
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক বিভাগ, গাজীপুর।
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক বিভাগ, কুমিল্লা।
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক বিভাগ, চাঁদপুর।
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক বিভাগ, বি-বাড়িয়া।
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক বিভাগ, পাবনা।
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক বিভাগ, কুড়িগ্রাম।
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক বিভাগ, নাটোর।
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক বিভাগ, যশোর।
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক বিভাগ, ঝিনাইদহ।
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক বিভাগ, নড়াইল।
	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা।
	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক সার্কেল, ঢাকা।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ আর্থিক নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময়	ঃ জুলাই, ২০০৬ হতে জুন ২০০৭।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন	ঃ **মোঃ মোসলেম উদ্দীন, মহাপরিচালক।**
	মৃত্যুঞ্জয় সাহা, পরিচালক।
	মোহাঃ নু।"ল আবসার, উপ-পরিচালক।
	মোঃ হুমায়ুন কবীর, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- চুক্তি মূল্য এবং বরাদ্দ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- বরাদ্দবিহীন খাত থেকে অর্থ পরিশোধ।
- নির্মাণ ও মেরামত কাজে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- অনিয়মিতভাবে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয়।
- নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত পিপি উপেক্ষা করা।
- আর্থিক ক্ষমতা ও বিধি লংঘন করে বরাদ্দবিহীন ব্যয় করা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশানুযায়ী ভ্যাট, আইটি কর্তন না করে বিল পরিশোধ করা।
- প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি খাতে জমা প্রদান না করা।
- সরকারি প্রাপ্ত রাজস্ব অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা।
- ইজারার অর্থ যথাযথভাবে আদায় না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরীর অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনে অনীহা।
- অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য।
- সঠিকভাবে হিসাব রক্ষণে দায়িত্বশীলতার পরিচয় না দেয়া।
- নিবিড় তদারকির অভাব।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশনস/২০০৩ এর প্রবিধান অনুসরণ না করা।
- প্রাপ্ত সরকারি রাজস্ব যথানিয়মে সরকারি রাজস্ব খাতে জমা না দেয়া।
- এক খাতের বরাদ্দ হতে অন্য খাতে ব্যয়।
- প্রাপ্ত সরকারি রাজস্ব অনুমোদনবিহীনভাবে ব্যয়।
- পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদিত রোড ডিজাইন অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুত ও কার্য সম্পাদন না করা।

অডিটের সুপারিশ

- রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিতকরণ।
- অডিট আপত্তি নিরসনে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ হস্তক্ষেপ নিশ্চিতকরণ।
- আর্থিক বিধি-বিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা।
- সরকারি প্রাপ্ত রাজস্ব কোষাগারে জমার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক তা নিরসনকল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- অনুমোদিত পি পি অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা।
- যে কোডে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়, সেই কোডে অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করা।
- সরকারি প্রাপ্ত রাজস্ব অনুমোদনবিহীনভাবে ব্যয় থেকে বিরত থাকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ১

শিরোনাম ঃ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকৃতপক্ষে পত্রিকায় প্রকাশ না হওয়া সত্ত্বেও তা ভুয়া প্রকাশ দেখিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে ১৭,৪৯,৮২,৯২৬ টাকার দরপত্র গ্রহণ ও অনুমোদন করার গুরুতর অনিয়মসহ আর্থিক ক্ষতি সংঘঠিত।

বিবরণ ঃ

- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(সওজ),সড়ক সার্কেল, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০৯-০৬-২০০৮খ্রিঃ হতে ১৮-০৬-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে নিরীক্ষিত দপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত ৫টি দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তুলনামূলক বিবরণীতে উল্লিখিত পত্রিকা এবং এর সাথে সংযুক্ত পত্রিকার কপি/কাটিং পর্যালোচনা করা হয়।
- আলোচ্য তুলনামূলক বিবরণীতে উল্লিখিত বা এর সাথে পেশকৃত পত্রিকায় উক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তিসমূহ প্রকাশিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বক্তব্য অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখের পত্রিকার মূলকপি নিরীক্ষা করে দেখা যায়, উক্ত বিজ্ঞপ্তিসমূহ পত্রিকাটিতে আদৌ প্রকাশিত হয়নি। এভাবে ভুয়া দরপত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সমঝোতার ভিত্তিতে ১৭,৪৯,৮২,৯২৬ টাকার দরপত্র গ্রহণ ও অনুমোদন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আংশিক পেশকৃত তুলনামূলক বিবরণীর মধ্যে মাত্র ১৩টি প্যাকেজেই উর্দ্ধদরে দরপত্র গ্রহণ ও অনুমোদন করায় সরকারের ৬২,৯৭,৪১১ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- আলোচ্য দরপত্র বিজ্ঞপ্তিসমূহ প্রকৃতপক্ষে পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়নি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণপূর্বক দরদাতা নির্বাচন ও সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।
- উল্লেখ্য, আলোচ্য ৫টি দরপত্র বিজ্ঞপ্তির ১৬২টি প্যাকেজের মধ্যে শুধুমাত্র পেশকৃত ৪৭টি প্যাকেজের তুলনামুলক বিবরণী/রেজিষ্টার এর মাধ্যমে আপত্তির পরিশিষ্ট তৈরী ও সে মোতাবেক আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্যাকেজের গৃহীত দরপত্র মূল্যের হিসাব করা হলে আপত্তিকৃত টাকার পরিমাণ এবং ঊর্ধ্বদরে দরপত্র গ্রহণ করায় ক্ষতির পরিমাণ অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে।
- পি পি আর/০৩ এর প্রবিধানমালা-২১ (১) (২) মোতাবেক পণ্য, কার্য ও ভৌত সেবার দরপত্র আহবান সরাসরি বিজ্ঞপ্তি করার জন্য গ্রাহক সত্ত্বা দায়ী হবে। তাছাড়া উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে দরপত্র আহবান দেশে বহুল প্রচারিত ন্যূনতম ১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজী দৈনিকে প্রকাশ করতে হবে (পরিশিষ্ট 'ক')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- দরপত্রগুলি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশের জন্য যথারীতি প্রেরণ করা হয়। এক্ষেত্রে বহুল প্রচারের জন্য কোন গাফিলতি করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আলোচ্য দরপত্র বিজ্ঞপ্তিসমূহ উক্ত পত্রিকায় আদৌ প্রকাশিত হয়নি। পি পি আর মোতাবেক দরপত্র সরাসরি বিজ্ঞপ্তি করার জন্য সংগ্রাহক সত্ত্বা দায়ী হবে।
- তাছাড়া উক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তিসমূহ প্রকৃতপক্ষে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি মর্মে অভিযোগ করা সত্বেও তা তদন্ত না করেই সমঝোতার ভিত্তিতে জালিয়াতির মাধ্যমে দরপত্র গ্রহণ ও অনুমোদন করা হয়েছে।
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ জালিয়াতির সহিত সরাসরি সম্পৃক্ত।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৯-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ জালিয়াতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যকএবং প্রাক্কলিত মূল্যের অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ আদায় করতঃ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ২

শিরোনাম ঃ জালিয়াতির মাধ্যমে এলএ কেইসের ২৮,৭৯,৩২৬ টাকা আত্মসাৎ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী(সওজ), সড়ক বিভাগ, যশোর কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ২৪-০৪-২০০৮খ্রিঃ হতে ০৬-০৫-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বেনাপোল বাইপাস সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের ১৯.৫৬ একর অধিগ্রহণকৃত জমির নথি, অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- নিরীক্ষায় দেখা যায়, এলএ কেস নং-১/৯৯-২০০০ এর ১৯.৫৬ একর জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ ১,৫০,৮৭,৪১৩.৮৫ টাকা হতে ৫০টি চেকের মাধ্যমে ১,২৬,২৭,৬৩৭.২৯ টাকা ক্ষতিগ্রস্থ এ্যাওয়ার্ডিদের মধ্যে ইস্যু করা হয়। উক্ত চেকের মধ্যে ৪১টি চেকের বিপরীতে ইস্যুকৃত ১,২২,০০,৫৬৭.৫৩ টাকার চেক জেলা হিসাব রক্ষণ অফিস, যশোর হতে যথাযথভাবে ইস্যু করা হয়। বাকী ৯টি চেকের বিপরীতে ৪,২৭,০৬৯.৭৬ টাকা ট্রেজারী অফিস হতে ইস্যু করা হয়নি। চেক ইস্যু না করার বিষয়ে জেলা হিসাব রক্ষণ অফিস, যশোর হতে জানা যায়, ১/৯৯-২০০০ এলএ কেসের স্থিতি মাত্র ৭,৫৯৬.৮৩ টাকা। উক্ত টাকার গরমিলের ব্যাপারে হিসাব রক্ষণ অফিসের রেজিষ্টার সমূহ যাচাই বাছাই করে দেখা যায়, বর্ণিত কেসের ৩টি চেকের মাধ্যমে ২৮,৭৯,৩২৬/৪৯ টাকা জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছে। যোগাযোগ মন্ত্রণায়ের স্মারক নং- উঃ-৩/ এলএ-৩৬/৯৭-৭১০ তাং- ২৫-৭-২০০৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত ২৮,৭১,৮০৯.৬৬ টাকা পুনঃ বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং তা ভাউচার নং- ৮ তারিখঃ-১৩-৬-০৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, যশোরকে প্রদান করা হয়। এ ব্যাপারে কোতয়ালী থানা, যশোর এ একটি নিয়মিত মামলা নং- ২০/২০০৩ দায়ের করা হয় (পরিশিষ্ট -'খ')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র পর্যলোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় করে সত্বর আদায়ের অগ্রগতি নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২০-০৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০২-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১২-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি-বর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ৩ ঃ

শিরোনাম ঃ পি পি আর-২০০৩ এর বিধান উপেক্ষা করে অনিয়মিতভাবে ঠিকাদার নির্বাচন এবং ১,৩৯,২৯,২৪৭ টাকার কার্যাদেশ প্রদান।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী(সওজ), সড়ক বিভাগ, নেত্রকোনা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০১-০৪-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১২-০৪-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায়, সুশং-দূর্গাপুর-বিরিশিরি- পূর্বধলা- শ্যামগঞ্জ সড়কের ১৪ তম কিঃ মিঃ এ অবস্থিত শুকনাকুড়ি ব্রীজ এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ কাজটি মেসার্স সোনার বাংলা প্রকৌশলী (প্রাঃ) সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত হয়।
- কাজটি সম্পাদনের জন্য আহবানকৃত দরপত্রে সর্বনিম্ন দরদাতা ঠিকাদার মেসার্স সোনার বাংলা প্রকৌশলী সংস্থা (প্রাঃ) লিঃ ৭৬,২১,১০৮ টাকা (প্রাক্কলিত মূল্যের ৩৯.৮৭% নিম্নে) দর উদ্ধৃত করে। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরপত্র মূল্যায়নের পর সংশোধিত মূল্যে উক্ত দরকে প্রাক্কলিত মূল্যের ৯.৯% ঊর্ধ্বদরে মোট ১,৩৯,২৯,২৪৭ টাকায় নির্ধারণ করে কার্যাদেশ প্রদানে অনিয়ম করা হয়েছে।
- প্রাক্কলিত মূল্য অনুযায়ী দরপত্র ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। আলোচ্য দরপত্রের বিভাগীয় দরপত্র ওপেনিং মেমো নেই। দরপত্রে অংশগ্রহণকারী ৯ জন ঠিকাদারের মূল দরপত্রের কপি নেই।
- বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দরপত্র গ্রহণ ও ওপেনিং এর সর্বশেষ তারিখের (১৮-১২-২০০৫খ্রিঃ) ২দিন পর (২০-১২-২০০৫খ্রিঃ) দরপত্র গ্রহণ ও খোলা হলেও কোন সংশোধনী পাওয়া যায়নি।
- পি পি আর ২০০৩ এর ১৫ (১) (২) নং- বিধান অনুযায়ী দরপত্র গ্রহণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক এবং ৩১ (৮) নং বিধান অনুযায়ী বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই দরপত্রের বড় ধরণের কোন পরিবর্তন করতে পারেন না। (পরিশিষ্ট 'গ')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পি পি আর/২০০৩ অনুসরণ পূর্বক দরপত্র আহবান ও গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক দর যাচাই বাছাইপূর্বক সর্বনিম্ন দরদাতা নির্বাচন করা হয়। দরপত্রে ধুম্রজাল সৃষ্টি করা হয়নি।সঠিকভাবেই দরপত্র যাচাই-বাছাই করে কাজটির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এক্ষেত্রে (১) প্রথম দরপত্র ওপেনিং মেমো সংরক্ষণ করা হয়নি। (২) দরপত্র গ্রহণ ও ওপেনিং এর তারিখ সংশোধন বিজ্ঞপ্তি (১৮-১২-০৫খ্রিঃ এর পরিবর্তে ২০-১২-০৫খ্রিঃ) নেই (৩) ২০-১২-০৫খ্রিঃ তারিখের স্বাক্ষরিত দরপত্র ওপেনিং মেমোতে মোট ৯ (নয়) জন দরদাতা অংশগ্রহণ দেখানো হলেও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কার্যালয়ের ওপেনিং মেমোতে যে ০৩ (তিন) জন দরপত্র পেশ করেছেন তাদের নাম এ ৯ জনের তালিকায় নেই। অথচ পি পি আর ০৩ এর ৯ (১) নং বিধান অনুযায়ী এগুলো ৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করার কথা। (৪) ০৯ (নয়) জন দরদাতার দাখিলকৃত মূল দরপত্রগুলো লিখিতভাবে চাওয়ার পরও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষাকে সরবারহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০১-০৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১২-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষায় সুপারিশ ঃ

- দরপত্র প্রক্রিয়ায় অনিয়ম করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনু"েদ নং-৪

শিরোনাম ঃ ঠিকাদারের বিল হতে ঠিকাদার কর্তৃক ঘোষিত ০৩% ডিস্কাউন্ট কর্তন না করায় ৭,২৪,২৭৮ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী(সওজ), সড়ক বিভাগ, কিশোরগঞ্জ কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০৭-০৫-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১৮-০৫-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায়, ঠিকাদার মেসার্স নিয়াজ ট্রেডার্স কর্তৃক Periodic Maintenance programme এর আওতায় কিশোরগঞ্জ-পাকুন্দিয়া ও কিশোরগঞ্জ-হোসেনপুর সড়কের কার্পেটিং কাজ সম্পন্ন করা হয়।
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্যাকেজ নং পি ডব্লিউ পি/২০০৫-০৬/সি-০১৬ দরপত্রের মাধ্যমে সম্পাদিত কাজ এর চূড়ান্ত বিলটি পরিশোধকালে ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত দর প্রস্তাব অনুযায়ী মোট কার্য মূল্যের উপর ০৩% ডিস্কাউন্ট কর্তন না করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৭,২৪,২৭৮ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত Formal Tender Agreement T.S.S (Tender Submission Sheet) অনুযায়ী ঠিকাদার মোট দাবীকৃত মূল্যের উপর ০৩% ডিস্কাউন্ট প্রদানের প্রস্তাব করেছেন-যা দরপত্র গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত বিল পরিশোধকালে তা কর্তন করা হয়নি(পরিশিষ্ট -‘ ঘ’)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঠিকাদারকে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়ে থাকলে ঠিকাদারের জামানত হতে উক্ত অর্থ সমন্বয় করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উক্ত জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত আপত্তিকৃত অর্থ কর্তন করা হয়নি। দরপত্র গ্রহণ, অনুমোদন ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঠিকাদারের দাখিলকৃত দর প্রস্তাব সম্পর্কে অবগত থাকার পরও উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের (Deed)সময় চুক্তিতে ডিস্কাউন্ট এর বিষয়টি উল্লেখ করেনি। যা সরকারের আর্থিক স্বার্থ সংরক্ষণের পরিবর্তে ঠিকাদারকে আর্থিকভাবে লাভবান করার প্রমাণ বহন করে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৪-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৭-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৫

শিরোনাম ঃ একই সড়কের বিপরীতে পিরিওডিক মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম (পিএমপি) এর মাধ্যমে মেরামত কাজ চলমান থাকা অবস্থায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভাগীয় মেরামতের নামে মালামাল ক্রয় করায় সরকারের ক্ষতি ৪১,৬৬,৪১৯ টাকা ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী(সওজ), সড়ক বিভাগ, কিশোরগঞ্জ কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০৭-০৫-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১৮-০৫-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আলোচ্য বিভাগাধীন রঘুরামপুর (ময়মনসিংহ)-কিশোরগঞ্জ সড়কটি পিএমপি'র মাধ্যমে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী কার্যালয় কর্তৃক মেরামতের জন্য তালিকাভুক্তি এবং পিএমপি'র মাধ্যমে মেরামত কাজ চলমান থাকা অবস্থায় বিভাগীয়ভাবে মেরামতের জন্য উক্ত সড়কের বিপরীতে বিপুল পরিমাণ নির্মাণ সামগ্রী ক্রয় দেখিয়ে সরকারের মোট ৪১,৬৬,৪১৯ টাকা ক্ষতি করা হয়েছে। নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, বর্ণিত সড়কটি পিএমপি'র মাধ্যমে মেরামতের জন্য ২০০৫-০৬ সালে ঢাকা সড়ক জোন কর্তৃক তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং সড়কটি ঢাকা জোন কর্তৃক পিএমপি'র মাধ্যমে ঠিকাদার মেসার্স শামীম এন্টারপ্রাইজ (প্রাঃ) লিমিটেড কর্তৃক ১-১-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ হতেই মেরামত কাজ চলমান রয়েছে -যার চুক্তি নং-পিএমপি-২০০৫-২০০৬/১২ (পরিশিষ্ট 'ঙ')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- উপরোক্ত আপত্তির বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক জবাবে জানান যে, রঘুরামপুর-কিশোরগঞ্জ সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ৬৩.০০ কিঃ মিঃ। যার মধ্যে মাত্র ২৫.০০ কিঃমিঃ অংশের কাজ পিএমপি অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাস্তার অবশিষ্ট অংশের প্রয়োজনীয় মেরামত/সংস্কার করার জন্য বিভাগীয়ভাবে মালামাল ক্রয় করা হয়েছে এবং উক্ত মালামালগুলি শুধুমাত্র পিএমপি কাজ বহির্ভূত অংশে ব্যবহৃত হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সংযুক্ত পরিশিষ্ট ও পরিশোধিত বিল অনুযায়ী স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যে কিলোমিটারে মেরামতের জন্য ঠিকাদারের নিকট হতে নির্মাণ সামগ্রী ক্রয় দেখিয়েছেন তার প্রায় ৯৫% সড়কাংশে পিএমপি ঠিকাদার কর্তৃক একই সময়ে কোথাও কোথাও পেভমেন্ট সম্পূর্ণ উঠিয়ে নতুন পেভমেন্ট নির্মাণ বা পটহোল্‌স মেরামত করেছেন। পিএমপিভুক্ত ঠিকাদার দ্বারা সড়কটির ২৭+০০০ হতে ৫৯+০০০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত ৩৩.০০ কিঃমিঃ ও কিশোরগঞ্জ শহর অংশের ০+০০০ কিঃমিঃ হতে ৪+০০০ পর্যন্ত সড়ক একই সময়ে মেরামত সম্পন্ন হয়েছে। অথচ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মেরামতকৃত উক্ত অধিকাংশ কিঃমিঃ এর বিপরীতেই ঠিকাদারের নিকট হতে মালামাল ক্রয় দেখিয়েছেন।

- অপরদিকে নিরীক্ষাকালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ক্রয়কৃত উক্ত মালামালগুলো হস্তরশিদের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে ইস্যু দেখানো হলেও উক্ত ইস্যুর বিপরীতে মালামাল গুলো প্রকৃত ব্যবহারের সপক্ষে চেইনেজ উল্লেখপূর্বক পটহোলস সংখ্যা, কাজের পরিমাণ ইত্যাদি বর্ণনা/হিসাব সম্বলিত কোন চাহিদাপত্র/প্রাক্কলন নিরীক্ষার নিকট উপস্থাপন করতে পারেননি।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৪-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৭-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৬

শিরোনাম ঃ সরকারি স্বার্থ উপেক্ষা করে একই সড়কের হুবহু একই ধরণের দু'টি কাজে একই ঠিকাদার এর নিকট হতে একটিতে অধিক দর গ্রহণপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান ও সম্পাদন করায় সরকারের ক্ষতি ২৬,৪৩,৭৫৭ টাকা ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী(সওজ), সড়ক বিভাগ, কিশোরগঞ্জ কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০৭-০৫-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১৮-০৫-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আলোচ্য বিভাগাধীন কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন সড়কের ০+০০০ মিঃ হতে ১১+০০০ মিঃ পর্যন্ত স্থানের হার্ড সোল্ডার নির্মাণ, সার্ফেসিং, বিদ্যমান পেভমেন্ট শক্তিশালীকরণ ও সড়ক বাঁধ প্রশস্ত ও উঁচুকরণ কাজের দরপত্র নং-৯/ইই/কেআরভি ও তুলনামূলক বিবরণীটি পর্যালোচনায় দেখা যায়,
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বর্ণিত কাজটির জন্য ০+০০০মিঃ হতে ৫+৫০০মিঃ পর্যন্ত লট নং-০১ ও ৫+৫০০ মিঃ হতে ১১+০০০মিঃ পর্যন্ত লট নং-০২ এর মাধ্যমে একটি দরপত্র আহবান করেন। উভয় লটের কাজের জন্য ঠিকাদার মেসার্স শামীম এন্টারপ্রাইজ (প্রাঃ) লিঃ কে সর্বনিম্ন দরদাতা নির্বাচিত করে। একই সড়কের কাজে ঠিকাদারের ২ নং লটের অতি উচ্চ দর প্রস্তাব গ্রহণ করে সরকারের মোট ২৬,৪৩,৭৫৬.৫০ টাকা ক্ষতি করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বর্ণিত কাজটির জন্য দুই গ্রুপে একটি দরপত্র আহবান করা হয়। উভয় কাজের জন্য উক্ত ঠিকাদার একই সময়ে দরপত্র দাখিল করেন। ১নং লটের কাজে মোট ১৫টি দফার কাজের জন্য ঠিকাদার মোট = ২,২৪,৮১,১৪৭ টাকা দর প্রস্তাব করলেও ২নং কাজে হুবহু একই রকম ১২টি দফা কাজের জন্য তিনি ২,৫১,২৪,৯০৩.৫০ টাকা দর প্রস্তাব করেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উভয় গ্রুপের কাজ হুবহু একই হওয়া সত্বেও ২৫-০৩-২০০৭ তারিখে দরপত্র দুটি মূল্যায়ন করে ১নং কাজের সমান ২নং কাজের দর কমানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ না করে বা পুনঃ দরপত্র আহবান না করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি করেছেন-যা জি এফ আর ১০ ও ১২ নং বিধান পরিপন্থী (পরিশিষ্ট 'চ')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- এ বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক জবাবে জানান যে, উল্লিখিত কাজটির জন্য উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করার পর ঠিকাদার ২টি লটের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে টেন্ডার প্রদান করে এবং উভয় লটেই পি পি আর-২০০৩ মোতাবেক দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ১জন সর্বনিম্ন দরদাতার দর (কোটেড রেট) ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন দেওয়ার পরই কেবল কাজটি হাতে নেয়া হয়েছে। এতে কোন অনিয়ম বা সরকারি ক্ষতি করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- এক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্ণিত কাজটি ২টি লটে বিভক্ত করে ঠিকাদারকে ২নং লটে উচ্চ দর উদ্ধৃত করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া সরকারি আর্থিক স্বার্থ বিবেচনায় পি পি আর-২০০৩ অনুযায়ী আর্থিক মানদন্ডে ঠিকাদারের কোটেড দর সরকারি স্বার্থের অনুকূলে হলেই কেবল তা গ্রহণযোগ্য। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কাজটিকে ২টি গ্রুপে ভাগ না করে দরপত্র আহবান করলে এক্ষেত্রে নিশ্চিত ভাবেই ঠিকাদার ১নং গ্রুপের দরেই কাজটি সম্পাদন করতেন।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৪-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৭-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৭

শিরোনাম ঃ অস্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক দরপত্র গ্রহণ ও কার্যাদেশ প্রদান করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী(সওজ),সড়ক বিভাগ, ময়মনসিংহ কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০৬-০৩-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১৭-০৩-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আলোচ্য বিভাগাধীন ময়মনসিংহ-রঘুরামপুর-নেত্রকোনা-মোহনগঞ্জ-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ সড়কের ৩য় কিঃমিঃ এ অবস্থিত শম্ভুগঞ্জ সেতুর টোল আদায়ের ইজারা দরপত্রটি পর্যালোচনায় দেখা যায়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উক্ত সেতুর ২০০৬-২০০৭ সালের জন্য টোল আদায়ের আহবানকৃত দরপত্রটি RHD ও IMED Website এ প্রদান করেননি।

- টোল আদায়ের জন্য দরপত্রে অংশ গ্রহণকারী ০৫(পাঁচ) জন ঠিকাদারকে বিধি বহির্ভূতভাবে দরপত্র খোলার দিন মুখবন্ধ সীলগালা অবস্থায় দরপত্র ফেরৎ প্রদান করা হয়।

- ২০০৭-০৮ সালে টোল আদায় হয় ৫,২২,০০,০০০ টাকা। নিরীক্ষার বছরে অর্থাৎ ২০০৬-০৭ সালে আদায় হয় ৩,০৬,৮০,০০০ টাকা। দরপত্র প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতার কারণেই ২০০৬-০৭ সালে কম রাজস্ব আদায় হয়েছে (পরিশিষ্ট -'ছ')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পি পি আর-২০০৩ এর বিধান অনুযায়ী ইজারা দরপত্র আহবান পূর্বক সর্বোচ্চ দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কোন সমঝোতা দরপত্র গ্রহণ করা হয়নি। এতে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- আলোচ্য দরপত্রে ঠিকাদার সমিতির সভাপতির মাধ্যমে সমঝোতা হওয়ার কারণেই মোট ১১জন দরদাতার মধ্যে ০৫জন দরদাতা তাদের দরপত্র নিতে বাধ্য হয়েছেন। দরপত্রে সমঝোতা না হলে দরদাতাদের দরপত্র গ্রহণ ও ফেরৎ প্রদান বিষয়ে ঠিকাদার সমিতির সভাপতির মধ্যস্থতার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকত না।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৭-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৪-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১১-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

শিরোনামঃ ঠিকাদার কর্তৃক সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়ার জন্য দাখিলকৃত দরপত্রে জালিয়াতির মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে কোটেড দর কম প্রদর্শন করা সত্ত্বেও ১,৩৫,৬৮,০৮৭ টাকা (কোটেড দরের চেয়েও) অতিরিক্ত মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী(সওজ), সড়ক বিভাগ, ময়মনসিংহ কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০৬-০৩-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১৭-০৩-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ঠিকাদার মেসার্স শামীম এন্টারপ্রাইজ (প্রাঃ) লিঃ দ্বারা সম্পাদিত গফরগাঁও -বরমী সড়কের ১৬তম হতে ২১তম কিলোমিটারে পেভমেন্ট নির্মাণ কাজের বিল ও দরপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্ণিত কাজটি সম্পাদনের জন্য আহবানকৃত দরপত্রে উক্ত ঠিকাদার কর্তৃক সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়ায় তাকে কোটেড দরের তুলনায় ১,৩৫,৬৮,০৮৭ টাকা অধিক দরে কার্যাদেশ প্রদান ও বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে ঠিকাদারের দাখিলকৃত দরপত্রটি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ঠিকাদার দরপত্রে সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়ার লক্ষ্যে প্রকৃত কোটেড দর ২,৯৭,০২,৩৩৪ টাকার স্থলে ৪১.৩৩৫% কমে মোট ১,৬১,৩৪,২৪৭ টাকা প্রদর্শন করেছেন।
- নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বর্ণিত কাজটির আহবানকৃত দরপত্রটি RHD ও IMED ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়নি এবং T.E.C স্বাক্ষরিত দরপত্রের তুলনামূলক বিবরণীটি নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।
- পি পি আর-২০০৩ এর ২১(২), ১৫ (২) নং বিধান অনুযায়ী ১ কোটি টাকার উর্দ্ধের দরপত্র ওয়েব সাইটে প্রকাশ বাধ্যতামূলক এবং আহবানকৃত দরপত্রে অংশগ্রহণকারী কোন ঠিকাদার দুর্নীতি মিথ্যাচার, ছলচাতুরী ও জালিয়াতির আশ্রয় নিলে তার দরপত্র ও জামানত বাতিলসহ তাকে কালো তালিকাভুক্ত করার বিধান রয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা না করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাকে সহায়তা করা হয়েছে (পরিশিষ্ট -'জ')।
- প্রাপ্ত ৯টি দরপত্রের মধ্যে ৭টি নন-রেসপনসিভ করা হয়েছে। এ সকল দরপত্রের কপি এবং সর্বনিম্ন দরদাতার দরপত্রের কপি ও তুলনামূলক বিবরণী নিরীক্ষাকালে সরবরাহ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পি পি আর মোতাবেক মূল্যায়ণ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এতে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- বর্ণিত দরপত্রে কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদারের প্রকৃত মোট দর ছিল ২, ৯৭,০২,৩৩৪ টাকা যা প্রাক্কলিত মূল্যের প্রায় ৭.৪৪% বেশী। তদস্থলে ঠিকাদার চাতুরীর মাধ্যমে দরপত্রের সামারী পাতায় ১,২১,৫০০+৯,৫৪৬+২,৯৪,৫১,২৮৮ এই তিনটি ফিগারের যোগফল দেখানোর ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত ভাবে মোট ১,৬১,৩৪,২৪৭ টাকা উল্লেখ করে (প্রায় ৪১.৬৪% নিম্ন দর) সর্বনিম্ন দরদাতা নির্বাচিত হয়েছেন।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৭-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৪-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১১-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনু”ে দ নং-৯

শিরোনাম ঃ সওজ এর মালিকানাধীন সরকারি জমি ও ভবন অবৈধ দখলদারের নিকট হতে উদ্ধার না করায় সরকারের ক্ষতি ১১,৪০,০০,০০০ টাকা ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী(সওজ), সড়ক বিভাগ, ময়মনসিংহ কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০৬-০৩-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১৭-০৩-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিভাগীয় স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত নথি নং-১৫-৩২৪ (২য় খন্ড) পর্যালোচনা ও সরেজমিনে বাস্তব পরিদর্শন করে দেখা যায়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত শম্ভুগঞ্জ সেতুর পশ্চিম পার্শ্বে ময়মনসিংহ শহরের কেন্দ্র স্থলে বলাশপুর মৌজার আলোচ্য বিভাগাধীন মোট ৫.৭২৪৩ একর জমি এবং একটি তিন তলা পাকা ভবন অবৈধ দখলদার মেসার্স হাজী কাশেম আলী ফাউন্ডেশন তথা হাজী কাশেম আলী কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে উদ্ধার না করায় সরকারের মোট ১১,৪০,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- সিপিডব্লিউ ডি কোডের ৪৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী সরকারি জমি/সম্পত্তি রক্ষা ও সংরক্ষণ করা বিভাগীয় কর্মকর্তার ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি অবৈধ দখলদারের নিকট হতে দীর্ঘদিন যাবত (প্রায় ৬ বৎসর যাবত) উদ্ধার না করায় সরকারের উক্ত আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে (পরিশিষ্ট -'ঝ')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- এ অনিয়মের বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক জবাবে জানান যে, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলীর উক্ত জবাব দায়সারা গোছের। কারণ নথিপত্র অনুযায়ী ২০০2 সাল হতেই উক্ত সম্পত্তি অবৈধ দখলদারের কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তা দীর্ঘ ৬ বছর যাবত উদ্ধারের কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করেননি। এমন কি সর্বশেষ জুলাই/২০০৭ মাস হতে অদ্যাবধি প্রায় ০৭ (সাত) মাস অতিবাহিত হলেও শুধুমাত্র ২/৪টি পত্র যোগাযোগ ছাড়া অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আর কোন অগ্রগতি নেই।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৭-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৪-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১১-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দীর্ঘ ৬ বছরের ভাড়া বা ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করা আবশ্যক।

অনু”ে(দ নং- ১০

শিরোনাম ঃ- ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থের সাথে ভ্যাট বাবদ ১৭,১৯,৯৩৩ টাকা আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী(সওজ), সড়ক বিভাগ, চট্টগ্রাম অফিসের ২০০৬-০৭ অর্থ বৎসরের হিসাব ১৪-০২-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১৬-০২-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায়, রোড কাটিং ও সিএনজি ইজারা'র চার্জ নির্ধারণ করার সাথে যথাক্রমে ৪.৫% ও ১৫% হারে ভ্যাট সংযুক্ত করে প্রাক্কলন প্রস্তুত করার নির্দেশ রয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উল্লিখিত ভ্যাট চার্জ না করায় সরকারের ১৭,১৯,৯৩৩ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর ১-৮-১৯৯৮ ইং তারিখের পত্র নং২/২/ছাপাখানা/মুসকঃ বাস্তঃ সেবা ও আনঃ/৯৬ অনুযায়ী রাস্তা কাটিং এর উপর ৪.৫% ও ইজারাদার এর উপর ১৫% হারে ভ্যাট আদায়ের নির্দেশ রয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ লংঘন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট 'ঞ')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরে জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সরকারি আদেশ লংঘন করেছেন। যে সকল অফিসে অডিট বিভাগের বিভাগীয় হিসাব রক্ষক (ডি, এ) রয়েছে সে সকল অফিসের সরকারি অর্থ আদান প্রদানের প্রাক্কালে তার সম্মতি থাকা আবশ্যক। আলোচ্য ক্ষেত্রে তার মতামত বা সম্মতি পাওয়া যায়নি। উল্লিখিত বিভাগীয় আদায়ের যথাযথভাবে হিসাবভুক্তির প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২০-০৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১২-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১১-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং আপত্তিকৃত ভ্যাট আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনু"েছদ- ১১ ঃ

শিরোনাম ঃ চুক্তিপত্রে নির্ধারিত ১৩০০ মিটারের স্থলে চেইনেজ পরিবর্তনের অজুহাতে ১০৫০ মিটার কাজ করায় এবং ২৫০ মিটার রাস্তা কাজ না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি ১৩,৭০,২৯২ টাকা।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী(সওজ), সড়ক বিভাগ, পাবনা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ২৭-০২-২০০৮ খ্রিঃ হতে ০৯-০৩-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায়, ঠিকাদার ধ্রুব কনষ্ট্রাকশন কর্তৃক সম্পাদিত চাঁটমোহর-হান্ডিয়াল- হামকুরিয়া সড়কের ২য়, ৩য়, ৪র্থ (অংশ) কিঃ মিঃ তে ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ কাজে ১৩০০ মিটারের স্থলে ১০৫০ মিটার রাস্তার কাজ করা হয়েছে।
- ঠিকাদার ২৫০ মিটার রাস্তার কাজ করেনি।
- তথাপি ঠিকাদারকে ১৩০০ মিটার কাজের বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- ফলে ঠিকাদারকে (১৩০০-১০৫০) ২৫০ মিটার কাজ না করা সত্ত্বেও এর বিল পরিশোধ করায় সরকারের ১৩,৭০,২৯২/- টাকা আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।
- চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত স্থানে কাজ না করে ক্ষমতা বহির্ভূত এবং অননুমোদিতভাবে অন্যত্র কাজ করায় সুযোগ দিয়ে ঠিকাদারকে আর্থিক লাভবান করায় সরকারের ১৩,৭০,২৯২ টাকা ক্ষতি করা হয়েছে (পরিশিষ্ট 'ট')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- কর্তৃপক্ষের অনুমোদনান্তে কাজের চেইনেজ পরিবর্তন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কাজের চেইনেজ পরিবর্তনে অনুমোদনের কপি পাওয়া যায়নি। ২৫০ মিটার কাজ না করা হলেও ঠিকাদারকে উক্ত কাজ সম্পাদনের মূল্য বাবদ ১৩,৭০,২৯২ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৯-০৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১০-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১২-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষায় সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১২

শিরোনাম ঃ ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত এবং সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য রাজস্বের ৫,২১,৭৭,৪১৯ টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যয় এবং ২,৯৬,১৫,৩৯৩ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করে অনিয়মিতভাবে ধরে রাখা হয়।

বিবরণ ঃ

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৪টি কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ৩১-০৩-২০০৮ খ্রিঃ হতে ০১-০৬-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায়, ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না করে ৫,২১,৭৭,৪১৯ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে এবং ২,৯৬,১৫,৩৯৩ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করে বিধি বহির্ভূতভাবে ধরে রাখা হয়। ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- সি পি ডব্লিউ এ কোডের অনুচ্ছেদ নং ৬৬ এবং জি এফ আর ২৮ অনুযায়ী বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ অনতিবিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক (পরিশিষ্ট -'ঠ')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ক্ষতিগ্রস্থ সড়কগুলির মেরামত বাবদ কোন বরাদ্দ না পাওয়ায় উক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। অব্যয়িত অর্থ নথিপত্র যাচায়ান্তে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করার বিধান থাকা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে তা পালন করা হয়নি। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অনুরূপ ব্যয়ের জন্য কোনভাবেই ক্ষমতাবান নহেন।
- এভাবে অর্থ ব্যয় সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৪-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৬-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১২-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সরকারি রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না করে ঠিকাদারকে পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৩

শিরোনাম ঃ- বরাদ্দ ব্যতীত কার্য সম্পাদনে সরকারের ৫৬,৩৩,৪৪,২৩৮ টাকার দায়-দেনা সৃষ্টি।

বিবরণ ঃ

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৪টি কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০৪-০৩-২০০৮ খ্রিঃ হতে ৩১-০৫-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায়, বিভিন্ন কাজে বাজেট বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও কার্যাদেশ প্রদান করতঃ বিভিন্ন ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে মোট ৫৬,৩৩,৪৪,২৩৮ টাকা সরকারের দায় সৃষ্টি করা হয়েছে।
- সিপিডব্লিউ "এ"কোডের ৩২ (এ) এবং পরিশিষ্ট ৬ এর ৩৯ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক বাজেট বরাদ্দ বিহীন কিংবা প্রশাসনিক অনুমোদন ছাড়া ব্যয় নির্বাহ করা যায় না। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিষয় প্রতিপালিত হয়নি(পরিশিষ্ট 'ড')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সরকারি উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থে জরুরী ভিত্তিতে কাজগুলি সম্পাদন করা হয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিলগুলি পরিশোধ করা হবে। বরাদ্দের অপ্রতুলতার কারণে বিলগুলি চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- সরকারি বিধি বিধান পরিপালন করা হয়নি। তাছাড়া দায়-দেনা সৃষ্টির ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কঠোর নিষেধ থাকলেও তা অনুসরণ করা হয়নি।
- এভাবে অর্থ ব্যয় সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৪-০৫-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩০-০৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- কোডাল বিধান এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ লংঘন করে বরাদ্দের অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনু”েদ- ১৪

শিরোনাম ঃ নির্ধারিত মান অপেক্ষা নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা পি.সি গার্ডার সেতু নির্মাণ করায় ব্রীজের স্থায়িত্বকাল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকা এবং অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধে সরকারের ক্ষতি ২,৮২,৪৫,৯০৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী(সওজ), সড়ক বিভাগ, নেত্রকোনা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০১-০৪-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১২-০৪-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায়, ঠিকাদার M/s PTSL-ATCO-Jv কর্তৃক নেত্রকোনা-ঠাকুরাকোনা-কলমাকান্দা সড়কের ২১তম কিঃ মিঃ এ উব্ধাখালী নদীর উপর ২১৬.৪৪ মিঃ দীর্ঘ পি. সি গার্ডার সেতু নির্মাণ করা হয়।
- সেতুটি নির্মাণকালে ঠিকাদার কর্তৃক সেতুর নির্মাণ কাজে যথাযথ মানের নির্মাণ সামগ্রী ও ডিফরম্ড বার ব্যবহার না করা সত্বেও তাকে বিভিন্ন প্রকার আরসিসি/কংক্রিট কাজ ও রডের মূল্য বাবদ মোট ২,৮২,৪৫,৯০৩.৯৮ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এতে ব্রীজের স্থায়িত্বকাল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।
- সওজ ব্রীজ ডিজাইন বিভাগ-১ কর্তৃক প্রণীত আলোচ্য ব্রীজের অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী ব্রীজটি নির্মাণের জন্য ৬০ গ্রেড ডিফরম্ড্ বার এর Yield Strength প্রয়োজন ছিল ৪২০০ Kg/Cm^2 বা ৬০,০০০ Psi (Per Square Inch)। তদস্থলে বুয়েট এর Test Result অনুযায়ী গড় ৩৫৭৭ Kg/Cm^2 বা ৫০,৯৬৭ Psi Strength বার ব্যবহার করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বর্ণিত কাজে ৩৫০ Kg/Cm^2 বা ৫০০০ Psi মানের Cylinder Crushing Strength of Concrete ব্যবহারের নির্দেশ থাকলেও Test Result অনুযায়ী ২৮০ Kg/Cm^2 বা ৩৯৯৩ Psi মানের কংক্রিট ব্যবহার করা হয়েছে যাতে ব্রীজের স্থায়িত্বকাল ক্ষতিগ্রস্থ হবে। উল্লেখ্য যে, নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হলেও উন্নতমানের (চাহিদাকৃত) নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট 'ঢ')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- উক্ত সেতুটি সওজ নক্সা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নক্সা অনুযায়ী মালামালের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণপূর্বক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। এতে স্থায়িত্বকালের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সঠিক নয়। কারণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বুয়েট হতে প্রাপ্ত ডিফরম্ড্ বার এর Strength রেজাল্ট অনুযায়ী যথাযথ মানের ডিফরম্ড বার সেতুতে ব্যবহার করা হয়নি। অনুরূপভাবে, ময়মনসিংহ মান নিয়ন্ত্রণ সড়ক গবেষণাগারের Test Result অনুযায়ী বর্ণিত ব্রীজের কাজে ব্যবহৃত Cylinder Crushing Strength of Concrete এর মানও (২৮দিনে) ছিল অনেক কম।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০১-০৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১২-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষায় সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থ্ গ্রহণ আবশ্যক।

অনু”েদ ১৫ঃ

শিরোনাম ঃ নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের Tender Security এবং Performance Guarantee বাজেয়াপ্ত না করায় সরকারের ক্ষতি ৪২,৭৪,৭৬৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী(সওজ),সড়ক বিভাগ, নেত্রকোনা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০১-০৪-২০০৮খ্রিঃ হতে ১২-০৪-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আলোচ্য বিভাগাধীন সুশং-দুর্গাপুর -বিরিশিরি -পূর্বধলা -শ্যামগঞ্জ সড়কের ১৪তম কিঃ মিঃ এ নির্মাণাধীন ২২৪ মিটার দীর্ঘ পি.সি গার্ডার/সাবষ্ট্রাকচার শুকনাকুড়ী সেতু নির্মাণ কাজের নথি ও নির্মাণ স্থল বাস্তব পরিদর্শন করা হয়।
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত ব্রীজটি মোট ৩,৩৭,৪৭,৬৪৬ টাকায় নির্মাণ করার জন্য ১৫ মাস সময় দিয়ে ঠিকাদার মেসার্স সোনার বাংলা প্রকৌঃ সংস্থা (প্রাঃ) লিঃ কে ০৪-০১-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করেন। চুক্তি অনুযায়ী ব্রীজটির নির্মাণ কাজ ০৩-০৪-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার কথা ।
- কিন্তু নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত ব্রীজ সম্পর্কিত ২১-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের বাস্তব অগ্রগতি প্রতিবেদনে ও গত ০৯-০৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখে নিরীক্ষাদল কর্তৃক প্রকল্প স্থল বাস্তব পরিদর্শনে দেখা যায়, ঠিকাদার দীর্ঘ ২ বৎসর ০৩ মাস ০৫ দিনে ব্রীজ ও এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণের মাত্র ২৩.৯৬% কাজ সম্পাদন করেছেন।
- বাস্তব পরিদর্শন অনুযায়ী ঠিকাদার প্রকল্পটি অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রেখে দীর্ঘদিন পূর্বেই চলে গেছেন। সাইটে ঠিকাদারের কোন সাইট অফিস, জনবল, শ্রমিক, যন্ত্রপাতি ও নির্মাণ সামগ্রী কিছুই নেই। ফলে স্থানীয় জনসাধারণকে চলাচলে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।
- নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন না করায় বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ পিপিআর-২০০৩ এর ২৮(৫) ৩৬(২) এর বিধান ও দরপত্রের ৭১(৩) নং শর্ত অনুযায়ী Tender Security ও performance guarantee বাবদ মোট ৪২,৭৪,৭৬৪ টাকা বাজেয়াপ্ত করেননি (পরিশিষ্ট - 'ণ')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- উল্লিখিত ২টি কাজ সম্পন্ন করার জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে বহুবার তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে এবং বিষয়টি ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে। অচিরেই বিষয়টি নিস্পত্তি হবে বলে আশা করা যায়।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব স্বীকৃতিমূলক। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পুরাতন নথিপত্র যাচাই করে দেখা গেছে, ১৯৯৮ সালে বর্তমান প্রকল্প স্থলের সন্নিকটে আরও একটি ব্রীজ নির্মাণের দরপত্র আহবান করা হয়েছিল এবং এই একই ঠিকাদার কার্যাদেশ পেয়েছিল। উক্ত দরপত্রে আলোচ্য ঠিকাদার কাজটির ৫০% সম্পাদন করে এবং বাজেট বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও প্রায় ৪.৫ কোটি টাকার বিল নিয়ে কাজটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে চলে যান-যা এখনো দৃশ্যমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পুনরায় একই ঠিকাদারকে ২০০৬ সালে নতুন ব্রীজ ও এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণে ২টি দরপত্রের মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদান করেন। ফলে এক্ষেত্রেও ১৯৯৮ সালের ন্যায় ঠিকাদারের Performance সরকারি স্বার্থ পরিপন্থী হয়।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০১-০৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১২-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত দরপত্রের/চুক্তির ৪২.১, ৪৩,১ ৪৩.৩, ৬৮'১ এর P.C.C (Particular Condition of Contract) শর্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে বিধি মোতাবেক কালো তালিকাভুক্ত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

শিরোনাম ঃ এমএস রডের মেজারমেন্ট গ্রহণের সময় অতিরিক্ত হার ধরে মেজারমেন্ট গ্রহণ করতঃ বিল পরিশোধে সরকারের ক্ষতি ৯,০১,৫৫১ টাকা।

বিবরণ ঃ

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ২টি কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বৎসরের হিসাব ১৩-০৩-২০০৮খ্রিঃ হতে ০৩-০৫-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায়, আলোচ্য কার্যালয়সমূহে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত এমএস রডের টেষ্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে মিটার হতে কেজিতে রূপান্তর না দেখিয়ে অতিরিক্ত হারে মেজারমেন্ট নিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায়, এমএস রডের মিটার হতে কেজিতে মেজারমেন্ট গ্রহণের সময় অতিরিক্ত মেজারমেন্ট গ্রহণ করা হয়েছে।
- ফলে সরকারের ৯,০১,৫৫১ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। জি এফ আর ১০ মোতাবেক সরকারি অর্থ ব্যয়ে যথার্থতা পরিলক্ষিত হয়নি (পরিশিষ্ট-'ত')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নির্মাণ কাজে ২৫ এমএম ডায়া রড ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু এমবি তে ভুলবশতঃ ২০ এম এম ডায়া লিখা হয়েছে। ড্রইং ও নক্সা অনুযায়ী কাজ সমাধা করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বাস্তবে যে সাইজের রড ব্যবহার করা হয়েছে এমবি তে সে অনুযায়ী মেজারমেন্ট গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত মেজারমেন্ট এস,ডি,ই ও নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক স্বাক্ষর করা হয়েছে। এমবি তে যেহেতু ২০ এমএম ডায়া রড ব্যবহারের মেজারমেন্ট গ্রহণ করা হয়েছে সেহেতু ২০ এম এম ডায়া রডের মিটার হতে কেজি তে রূপান্তরের মেজারমেন্ট গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৮-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১৭

শিরোনাম ঃ বাবুরহাট-মতলব-পেন্নাই সড়কের ১১তম কিঃ মিঃ (অং) হতে ২৩তম কিঃমিঃ (অং) এ সড়ক বর্ধিত করণ কাজে সাববেজ আইটেম এর পুরুত্ব বেশী ধরে প্রাক্কলন অনুমোদন করায় সরকারের ৯,৫৩,৫৭১ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা কার্যালয়ের ২০০৫-০৭ অর্থ বৎসরের হিসাব ২৬-০৫-২০০৮খ্রিঃ হতে ০২-০৬-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায়, বাবুরহাট-মতলব -পেন্নাই সড়ক একটি জেলা সড়ক এবং বিটুমিনাস কার্পেটিং এর প্রস্থ ৩.৭০ মিটার। রাস্তার দু-পার্শ্বে বর্ধিতকরণ এর কাজ করা হয়েছে।
- অনুমোদিত প্রাক্কলন হতে দেখা যায়, সাব-বেজ কাজের পুরুত্ব ০.১৫ মিটার এর পরিবর্তে ০.২৫ মিটার ধরে মেজারমেন্ট প্রাক্কলনে প্রদর্শন পূর্বক অনুমোদন করা হয়েছে। ফলে সরকারের ৯,৫৩,৫৭১ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে।
- প্রধান প্রকৌশলী এর পত্র নং-২৫৬১(২০)-২ তারিখঃ-৩১-১০-২০০৫ এর মাধ্যমে জারীকৃত Standard drawing for road works এ জেলা সড়কে Sub-base ১৫০ এম এম পুরুত্বের হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে (পরিশিষ্ট -'থ')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অনুমোদিত পিপিতে পেভমেন্ট সেকশন অনুযায়ী Sub-base এর পুরুত্ব ধরে প্রাক্কলন অনুমোদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক জারীকৃত ষ্টান্ডার্ড ড্রইং এ জেলা সড়ক এর Sub-base এর পুরুত্ব ১৫০ এমএম উল্লেখ রয়েছে এবং সে অনুযায়ী মেজারমেন্ট প্রাক্কলনে প্রদর্শন করা উচিৎ ছিল।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২১-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১২-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনু"েদ ঃ ১৮

শিরোনাম ঃ ডব্লিউবিএম ও বিটুমিনাস প্রাইমকোট এর কাজের আয়তন অপেক্ষা অতিরিক্ত আয়তনে বিটুমিনাস কার্পেটিং কাজের মেজারমেন্ট নিয়ে বিল পরিশোধে সরকারের ক্ষতি ৮,০১,৫৫৮ টাকা ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, বি-বাড়ীয়া কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বৎসরের হিসাব ০৪-০৬-২০০৮খ্রিঃ হতে ১০-০৬-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায়, ডব্লিউবিএম ও বিটুমিনাস প্রাইমকোট এর কাজের প্রকৃত আয়তন অপেক্ষা অতিরিক্ত আয়তনে বিটুমিনাস কার্পেটিং কাজের মেজারমেন্ট নিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- ফলে সরকারের ৮,০১,৫৫৮ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে।
- জিএফআর প্যারা-১০ এর নির্দেশানুযায়ী সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক যথার্থতার মানদন্ড নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিলক্ষিত হয়নি (পরিশিষ্ট 'দ')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র পর্যালোচনা করে অডিটকে পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জবাব এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এরূপ মন্তব্য প্রদান করা হয়েছে। সংযুক্ত বিলে ডব্লিউবিএম ও বিটুমিনাস প্রাইম কোটের কাজের আয়তন উল্লেখ রয়েছে। বিটুমিনাস কার্পেটিং কাজের পুরুত্ব ০.০৫ দ্বারা ডব্লিউবিএম কাজের আয়তন কে গুণ করলেই বিটুমিনাস কার্পেটিং কাজের পরিমাণ পাওয়া যেত। কিন্তু বাস্তবে তা করা হয়নি। ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৭-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৭-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনু”েদ ঃ ১৯

শিরোনাম ঃ সিসি ব্লক প্লেসিং এর কাজে মেজারমেন্ট গ্রহণের সময় দু’ব্লক এর মাঝের গ্যাপ ৫% বাদ না দিয়ে মেজারমেন্ট গ্রহণ করতঃ বিল পরিশোধ করায় সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়১২,৩০,৮০১ টাকা ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, বি-বাড়ীয়া কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বৎসরের হিসাব ০৪-০৬-২০০৮খ্রিঃ হতে ১৫-০৬-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায়, সি সি ব্লক প্লেসিং এর কাজে মেজারমেন্ট গ্রহণের সময় দু’ব্লক এর মাঝের গ্যাপ ৫% বাদ না দিয়ে মেজারমেন্ট গ্রহণ করতঃ বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

- ফলে সরকারের ১২,৩০,৮০১ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে।

- জি এফ আর ১০ মোতাবেক সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিজের অর্থ ব্যয়ের মত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত বিধান অনুসৃত হয়নি (পরিশিষ্ট ’ধ’)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- দরপত্রে সিসি ব্লকের মাঝের গ্যাপ ৫% বাদ দেয়া দরপত্রের শর্তাবলীতে ছিল না এবং এ বিষয়ে অবগত না থাকায় কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক জবাব স্বীকৃতিমূলক।

- দরপত্রের শর্তাবলীতে সি. সি ব্লকের মাঝে গ্যাপ ৫% থাকতে হবে এমন নির্দেশ থাকার প্রয়োজন নেই। সুতরাং গ্যাপ ৫% বাদ না দেয়ার যুক্তি নেই।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৭-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৭-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনু"েদ - ২০

শিরোনাম ঃ মরা পদ্মা নদীর উপর বেইলী ব্রীজ নির্মাণের নামে ১,৩৭,৮৬,৭৮৯ টাকা ব্যয় করা সত্ত্বেও ব্রীজ অসম্পূর্ণ থাকায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী(সওজ), সড়ক বিভাগ, পাবনা অফিসের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ২৭-০২-২০০৮খ্রিঃ হতে ০৯-০৩-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায়, ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে নতীবপুর ফেরী ঘাট সড়কের ১ম কিঃ মিঃ এ মরা পদ্মার নদীর উপর ১৩৬.৪৬ মিটার এসপিবি বেইলী ব্রীজ নির্মাণ কাজ (ঠিকাদার মেসার্স এস আলম) এর প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১,৪৮,৬০,৪১৫ টাকা এবং গৃহীত মূল্য ১,৪০,১০,০৬৯ টাকা।
- উক্ত কাজের সূত্র ধরে সাইট পরিদর্শনে দেখা যায়, ঠিকাদার কর্তৃক শুধুমাত্র ব্রীজের পিলারের অংশ ব্যতীত অন্য কোন কাজ না করে ১১তম চলতি বিল ভাউচার নং-১৩৩ তারিখঃ-২৩-৯-২০০৪ এর মাধ্যমে ১,৩৭,৮৬,৭৮৯ টাকা গ্রহণ করেছেন-যা গৃহীত মূল্যের ৯৮%।
- কাজ সম্পূর্ণ না করে দরপত্রের পুরো অর্থ পরিশোধে সরকারি অর্থ অপচয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট -'ন')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র যাচাই করে জবাব প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা গেছে, শুধুমাত্র ব্রীজের কয়েকটি পিলার তৈরী করা ছাড়া অন্য কোন কাজ করা হয়নি। যেমন ব্রীজ এ্যাপ্রোচ রোড, এবার্টমেন্ট, উইং ওয়াল, ডেব স্লাব, রেলিং অর্থাৎ ষ্টীল ব্রীজ তৈরীর কোন কাজ না করা সত্ত্বেও কার্যসম্পাদন দেখিয়ে ঠিকাদারকে সম্পূর্ণ কাজের মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৯-০৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১০-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১১-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ২১

শিরোনাম ঃ নন-টেন্ডার আইটেম হিসাবে জিও টেক্সটাইল এর মূল্য সিডিউল রেট অপেক্ষা বেশী রেটে পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি ৪৩,৯৯,৭১৯ টাকা।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী(সওজ), সড়ক বিভাগ, কুড়িগ্রাম কার্যালয়ের ২০০৬-০৭খ্রিঃ অর্থ বছরের হিসাব ৩০-০৪-২০০৮খ্রিঃ হতে ১২-০৫-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায়, পরিশোধিত বিলে (১৬তম চলতি বিল) ডি গ্রুপের (নদী তীর সংরক্ষণ কাজের) নন্ টেন্ডার আইটেম নম্বর-এনটিআই নং-২ এর মাধ্যমে ২৯১৭০.০৫ বঃ মিঃ জিও টেক্সটাইল এর মূল্য বাবদ প্রতি বঃ মিঃ ৩০০/- টাকা হিসাবে ৮৭,৫৩,৪১৫ টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে।

- নন-টেন্ডার আইটেমের মূল্য সম্পর্কিত রেট সিডিউল না থাকলে বাজার দর এর ভিত্তিতে বিল পরিশোধযোগ্য। জিও টেক্সটাইল পাউবো এর একটি বহুল ব্যবহৃত সিডিউলভুক্ত আইটেম। এক্ষেত্রে পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেট সিডিউলের ভিত্তিতে অন্যান্য বিভাগের কাজ বাস্তবায়ন করার বিধান রয়েছে।

- কাজের এম বি নং-৩২১ পৃঃ ৯৮,১০৭,১১০ এর মাধ্যমে বর্ণিত জিও টেক্সটাইল ৩০-৬-২০০৩ খ্রিঃ হতে ০১-২-২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত সময়ে পাউবোর রেট সিডিউল অনুয়ারী প্রতি বর্গ মিটারের মূল্য ছিল ১৪৯.১৭ টাকা। সেই অনুযায়ী (৩০০-১৪৯.১৭)=১৫০.৮৩ টাকা হিসাবে (২৯,১৭০.০৫×১৫০.৮৩) =৪৩,৯৯,৭১৯ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট -‘প’)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- পরবর্তীতে নথিপত্র দেখে জবাব প্রদানের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়।

- বাজার দর/পাউবো এর রেট সিডিউলের চেয়ে অতিরিক্ত হারে পরিশোধ বিধিসম্মত নয়।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২১-০৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩১-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১২-১০-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

শিরোনাম ঃ ৩২,০০,৩৬৫ টাকা মূল্যের এমএস রড, পাথর ও সিংগেলস্ ঘাটতি। যা আদায়যোগ্য।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ),সড়ক বিভাগ, নাটোর কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০৪-০৫-২০০৮খ্রিঃ হতে ১৩-০৫-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায়, নাটোর সড়ক বিভাগের উপ-বিভাগ-১ এর আওতাধীন বগুড়া-নাটোর সড়কের ৩২,০০,৩৬৫ টাকা মূল্যের পাথর, সিংগেলস, ভাংগা সিংগেলস্ ও এমএস রড ঘাটতি পাওয়া গিয়াছে।

- সড়ক উপ-বিভাগ-১ এর উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ ইউনুছ আলী বদলী হয়ে যাওয়ার সময় জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে গত ২৫-১০-২০০৮খ্রিঃ তারিখে দায়িত্ব হস্তান্তর কালে উক্ত ৩২,০০,৩৬৫ টাকা মূল্যের এমএস রড, পাথর ও সিংগেলস্ ঘাটতি অবস্থায় দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন (পরিশিষ্ট ‘ফ’)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- কোন উপ-সহকারী প্রকৌশলীর দায়িত্ব হস্তান্তরের সময় উক্ত মালামাল ঘাটতি হয়েছে তাহা বোধগম্য নহে। রেকর্ড পত্র পর্যালোচনা করে এ ব্যাপারে পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ আপত্তির অনিয়মে ঘাটতিকৃত মালামাল সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী প্রকৌশলীর নাম ও পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২১-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১২-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ঘাটতিকৃত ৩২,০০,৩৬৫ টাকা মূল্যের মালামালের মূল্য সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম ও দায়ী অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

শিরোনাম ঃ সিএনজি ফিলিং ষ্টেশনের ইজারা গ্রহীতাদের নিকট হতে ইজারা মূল্য বাবদ ৮২,৯১,৪৯৭ টাকা আদায় করা হয়নি।

বিবরণ ঃ

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৫টি কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০১-০৪-২০০৮খ্রিঃ হতে ০১-০৬-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন স্থাপনের চুক্তিপত্র, নবায়ন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র, বাৎসরিক মাশুল/ইজারা মূল্য আদায় ও জমা সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র ও রেজিষ্টার পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইজারা গ্রহীতাদের নিকট হতে ইজারা মূল্য বাবদ ৮২,৯১,৪৯৭ টাকা আদায় করা হয়নি।
- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- প্র (সওজ)/এম-১৮/২০০৩-৮৬৯ তারিখ-১১-৮-২০০৫ মোতাবেক শহর এলাকার জন্য প্রতি শতক জমির বাৎসরিক মূল্য ৯০০/- টাকা আদায়ের নির্দেশ থাকলেও এক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।
- ইজারা চুক্তি নামার শর্ত মোতাবেক ইজারা গ্রহীতাদের নিকট হতে ইজারা মূল্য আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- সিপিডব্লিউ এ কোডের প্যারা ১৭৭(এ) মোতাবেক যে কোন প্রকার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অফিস প্রধানের উপর ন্যস্ত (পরিশিষ্ট ‘ব’)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ইজারা গ্রহীতাদের নিকট হতে ইজারা মূল্য আদায় করার জন্য নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে।
- সরকারি নির্দেশ মোতাবেক লীজ দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত অফিসের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আপত্তিকৃত বিপুল অংকের টাকা বকেয়া রেখে সরকারের আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৯-০৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৬-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১২-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা- সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

তারিখ ঃ

(মোঃ মোসলেম উদ্দীন)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।